## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নেহের ভাগ্যশ্রী ঘোষ (হিয়া) :** আজকে তোমার আগমন দিবস, প্রথম বছর হচ্ছে পার, ঈশ্বরের কৃপায় এই শুভময় দিন তোমার জীবনে ফিরে আসুক শত শতবার। তোমার শুভ কামনায় – সুজন ঘোষ (পাপা), অঞ্জলি ঘোষ (মা), রতন ঘোষ (জেঠু), রাজদীপ, রণবীর (দাদা), রাসমোহন ঘোষ (দাদাই), সুমিত্রা ঘোষ (ঠাম্মি), রিমি, রিনি, রিম্পা (দিদিভাই) এবং সকল আপনজনরা। N.J.P (শিলিগুড়ি)।

# ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিরিজ হার

ভারত – ৮১/৮

শ্রীলঙ্কা – ৮২/৩

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ২৯ জুলাই :** প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুকচিতিয়ে লড়াই।

চ্যালেঞ্জ যত কঠিন, চোয়াল তত শক্ত। ভারতীয় ক্রিকেটের চেনা ছবি। কখনও ঋষভ পন্থ তো কখনও ওয়াশিংটন সুন্দর, দীপক চাহার, শার্দূল ঠাকুর। বৃহস্পতিবারের প্রেমদাসায় যদিও এদিন উলটপুরাণ। করোনায় টলে যাওয়া ভারত বিধ্বস্ত বাইশ গজেও।

প্রথম দলের ৫-৬ ক্রিকেটারকে ছাড়াই শেষ দুই ম্যাচে নেমেছিল ভারত। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তেজক লড়াই হলেও আজ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ। ভরসা জোগাতে ব্যর্থ দ্রাবিড়ের তরুণ ব্রিগেড। হতাশ করলেন শিখরের মতো অভিজ্ঞ সৈনিক। বিবর্ণ ব্যাটিংয়ে মিশন শ্রীলঙ্কার করুণ পরিণতি। থমকে গেল টানা ৮টি টি২০ সিরিজে অপরাজিত থাকার রেকর্ড। শিখর টসের সময় বলেছিলেন, জয়ের ধারা বজায় রাখতে চান। যদিও শুরুতেই বেলাইন। ৮১/৮-এর লজ্জার স্কোরে আটকে গিয়ে ব্যাটসম্যানরাই ম্যাচ তুলে দেয় শ্রীলঙ্কার হাতে। উপহার গ্রহণে ভুলচুক করেনি দ্বীপরাষ্ট্র। ৩৩ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ ও সিরিজ জয়। টানা পাঁচটি টি২০ সিরিজ হারের পর অবশেষে জয়ের স্বাদ। আবিষ্কা ফার্নান্দো (১২), মিনোদ ভানুকা (১৮), সাদিরা সমরাবিক্রমে (৬)– তিনজনকেই রাহুল চাহার (৩/১৫) ফেরালেও, লড়াইয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

আসলে তার অনেক আগেই ম্যাচের ভবিতব্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অথচ দেবদূত পাডিক্কাল (৯), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৪), সঞ্জু স্যামসন (০), নীতীশ রানাদের (৬) জন্য নায়ক হওয়ার মঞ্চ তৈরি ছিল। উলটে আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের ফুলঝুরি ছোটানো দেবদূতরা ছাত্রসুলভ ব্যাটিংয়ে লজ্জায় ফেলে দিলেন দলকেও। প্রথম ওভারে শিখরের (০) আউট দিয়ে শুরু। এরপর ক্রমশ ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া। ২৫/৪, ৩৬/৫ থেকে শেষপর্যন্ত ৮১/৮। ভুবনেশ্বর কুমার ১৬ ও কুলদীপ যাদব দলের সর্বোচ্চ ২৩ রান না করলে, টি২০-তে সর্বনিম্ন স্কোরের (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭৪, ২০০৮) লজ্জা নিয়েও ফিরতে হত এদিন। পিচের জুজু দেখিয়ে যে ব্যাটিংয়ের কোনও অজুহাত খুঁজে পেলেন না সঞ্জয় মঞ্জরেকার, অজয় জাদেজারা।

প্রশ্ন শিখরের প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েও। দ্রাবিড়রা আসলে চেয়েছিলেন অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপ চাপমুক্ত হয়ে খেলুক এবং মোটামুটি একটা স্কোর তৈরি করুক। বোলাররাই বরং মূল চ্যালেঞ্জ সামলাবে। যদিও জঘন্য ব্যাটিংয়ে নিজেরাই চাপ তৈরি করে নেয় ভারত।

**২০ ওভার খেলে সর্বনিম্ন স্কোর**

| রান | দল |
|---|---|
| ৭৯/৭ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| ৮১/৮ | ভারত |
| ৮৫/৯ | বাংলাদেশ |

টার্নিং ও মন্থর পিচে স্পিনারদের সামলাতে দেবদূত, রুতুরাজ, নীতীশদের আরও ঘষামাজা প্রয়োজন, তা বেশ পরিষ্কার। ঈশান কিষানের (বিশ্বকাপগামী টিমের লক্ষ্যে) সঙ্গে দৌড়েও অনেকটা পিছিয়ে পড়লেন সঞ্জুও। গতিময়, বাউন্সি উইকেটে যতটা সাবলীল, ততটাই দুর্বল মন্থর উইকেটে। সমস্যাটা যে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি সঞ্জু, দেখিয়ে দিলেন টি২০-র দুই নম্বর বোলার বার্থ-ডে বয় হাসারাঙ্গা (৪/৯)। জন্মদিনে সেরা বোলিংয়ে ইমরান তাহিরকে (৪/২১) পিছনে ফেলে গড়েন নতুন রেকর্ড। দাসুন শনাকা জোড়া উইকেটের সঙ্গে দুর্দান্ত দুটি ক্যাচ নিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ৫ ওভারেই ২৫/৪। পাওয়ার প্লেতেই ব্যাট হাতে ভুবনেশ্বর! দলের 'রান করব নাকি উইকেট বাঁচাব' দশায় পাঁচ স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান যখন ফেরেন স্কোর মাত্র ৩৬। তখনও ১১ ওভার বাকি! ক্রিজে কিনা ভুবির সঙ্গে কুলদীপ! ডাগআউটে অসহায় দ্রাবিড়! গতকালই বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কা সফরে যারা এসেছে, যোগ্য বলেই সুযোগ পেয়েছে। 'দ্য ওয়ালের' আস্থার প্রাচীরে কিছুটা হলেও চিড় ধরালেন দেবদূত-রুতুরাজরা।

বেচারা সন্দীপ ওয়ারিয়ার (চোট পাওয়া নভদীপ সাইনির জায়গায়)। দলের ব্যাটিং ভরাডুবিতে তিক্ততায় ভরে গেল তার অভিষেকের মঞ্চটাই।

## প্রাক্তন সচিবকে মধ্যস্থতার ডাক ইস্টবেঙ্গলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই :** হঠাৎই ক্লাবের প্রাক্তন সচিব পার্থসারথি সেনগুপ্তকে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ জানালেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তারা।

এদিন হঠাৎই দুপুর নাগাদ মাত্র ঘণ্টাখানেকের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের খবর পাঠিয়ে বিশেষ সভা ডাকা হয় ক্লাবে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে আলোচনা চলার পরে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ক্লাবের প্রাক্তন সচিব বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্তর কাছে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে তৈরি হওয়া চুক্তিসংক্রান্ত জটিলতার সমাধানের জন্য সাহায্য চাওয়া হল। তাঁরা আশাবাদী, পার্থবাবু এই সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। এছাড়াও সদস্যদের মতামতও চাওয়া হবে। এই বিষয়ে পার্থবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'আমাকে এখনও কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি। তবে আমি যেটুকু বুঝি তাতে গোড়া আগেই কাটা পড়েছে। তবু ওই ভাঙা ডালকেই জল-টল দিয়ে বাঁচানো যায় কি না দেখতে হবে। কারণ আমি শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সচিবই নই, এটা আমার নিজের আবেগ ও ভালোবাসাও বটে। আমার বাবাকে মৃত্যুর সময়ে এই ক্লাবের পতাকা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই চেষ্টা তো অবশ্যই করব একে বাঁচানোর।'

তবে বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি শ্রেনিক শেঠকে যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তাও জানিয়ে বলেছেন, 'আমি ওর বাবার স্নেহধন্য ছিলাম। উনি ক্লাবের প্রথম সদস্য। তাঁরই উত্তরাধিকার বহন করছে শ্রেনিক।' তিনি যে আগেই চুক্তি দেখেছেন সেও জানান পার্থবাবু। এখন দেখার, তাঁর মধ্যস্থতায় কত দ্রুত মেটে লাল-হলুদের চুক্তি সমস্যা।


মেরির বিদায়, কোয়ার্টারে সতীশ খবর পনেরোর পাতায়

## কলকাতা লিগ

## সভায় এসসি ইস্টবেঙ্গল, নেই বাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই :** কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার 'এ' ডিভিশনে কোনওরকম অবনমন থাকছে না। এদিন আইএফএ-র দলগুলিকে নিয়ে করা আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। ১৮ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এবারের কলকাতা লিগ। এদিনের সভায় এসসি ইস্টবেঙ্গল সহ ১৩ দলের সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও এটিকে মোহনবাগানের কেউ ছিলেন না। তবে সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় জানালেন, আগেই তাঁদের তরফে আইএফএ-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ কারণে বাগানের কেউ এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

সচিব বলেছেন, 'আমরা কলকাতা লিগ এবার ভালোভাবে করতে বদ্ধপরিকর। তবে এতে খানিকটা বাদ সেধেছে ডুরান্ড কাপ। আগেরবার ওদের অফিসাররা নিজেরা সবটা করেছিলেন বলে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এবার একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা এটার দায়িত্বে। তাঁরা সম্ভবত কলকাতা ফুটবলের আবেগটাকে বুঝতে চাইছেন না।' তবে ডুরান্ড যে স্থানীয় পেরেন্ট বডির অনুমোদন ছাড়া সেখানে হওয়া সম্ভব নয়, সেটাও বলেন তিনি। ডুরান্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই ডুরান্ডের তরফ থেকে মোহনবাগানকে রেখে একটি খসড়া সুচি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সূচিতে আবার নেই এসসি ইস্টবেঙ্গল। এছাড়াও মোহনবাগান যাচ্ছে এএফসি কাপে খেলতে। ফলে সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট কিছুটা না পিছিয়ে গেলে কলকাতা লিগের সমস্যা হবে। আর এই ইশ্যুতে সব ক্লাব আইএফএ-র পাশে দাঁড়াচ্ছে।

এদিকে, এদিনের সভায় এসসি ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি শিবাজি সমাদ্দার উপস্থিত ছিলেন। রেলের তরফে ছিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসও। এসসি প্রতিনিধি সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সোমা সহ সকলেই অনুরোধ করেন, কলকাতা লিগে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে অংশগ্রহণ করার জন্য। তবে কর্নেল সমাদ্দার জানান, এখনও তাঁরা কোনও কথা দেওয়ার মতো জায়গায় নেই।

## জিতল মঙ্গল

**নকশালবাড়ি, ২৯ জুলাই :** হাতিঘিসা হাইস্কুল মাঠে ২৪ দলীয় ফুটবলে বৃহস্পতিবার হাতিঘিসা মঙ্গল সিং টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে নকশালবাড়ি বুথকরণকে হারিয়েছে। সাউথ রথখোলা ফরেস্ট মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। শুক্রবার খেলবে নকশালবাড়ি কোটিয়াজোত ও মণিরাম জয় সিংজোত।

## বিরাট চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন বেস

# লাইন-লেংথ নিয়ে খাটছেন সামিরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই :** বাকি আর মাত্র পাঁচদিন। তারপরই নটিংহ্যামে বিরাট কোহলি বনাম জো রুটের পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হয়ে যাবে।

তার আগে দুই দলই এখন অনুশীলনে ব্যস্ত। ডারহামের রিভার সাইড গ্রাউন্ডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন চলছে। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্রিকেটারই পৌঁছে গিয়েছেন নটিংহ্যামে। যেখানে আগামীকাল থেকে রুটদের শেষ মুহূর্তের অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ দুই শিবির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি সামনে এসেছে। ইয়র্কশায়ার কাউন্টির এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড দলের অফস্পিনার ডমিনিক বেস ঘোষণা করেছেন, কোহলিদের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে ভারত সফরে ইংল্যান্ডের যে দল গিয়েছিল, সেই দলে ছিলেন বেস। চেন্নাই ও আহমেদাবাদে একটি করে টেস্টও খেলেছিলেন। কিন্তু দলকে ভরসা দেওয়ার পাশে নিয়মিত হতে পারেননি। দেশের মাটিতে কোহলিদের বিরুদ্ধে রুটের প্রথম একাদশে সুযোগ এলে এবার নিজেকে মেলে ধরতে চান তিনি। বেসের এমন ভাবনার মূলে রয়েছে কাউন্টিতে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরমেন্স। ১০ ম্যাচে ২৩ উইকেট নিয়ে ইংরেজ নির্বাচকদের বাধ্য করেছেন তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টের দলে নিতে। বেসের কথায়, 'আমার উপর কোনও চাপ নেই। ক্রিকেটকে প্রবলভাবে উপভোগ করছি আমি। ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ এলে কাজে লাগাতে তৈরি আমি। ভালোই জানি কী করতে হবে আমায়।'

ডারহ্যামে বোলিং প্র্যাকটিস মহম্মদ সামির। – টুইটার

২৪ বছরের বেস মাত্র ১৪ টেস্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধের আবহ তৈরি করতে ব্যস্ত, তখন কোহলির সংসারে আজ ছিল বোলার্স ডে আউট। ভারতীয় দলের নেটে ইশান্ত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, উমেশ যাদব, মহম্মদ সামিদের দীর্ঘসময় অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। বোলিং কোচ ভরত অরুণের নজরদারিতে বিলেতের পরিবেশে আদর্শ বোলিংয়ের জন্য বিশেষ লাইন, লেংথে নাগাড়ে বল করেছেন সামিরা। বিকেলের দিকে ডারহ্যাম থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে সামি ছাড়া বাকি পেসারদের হতাশাজনক পারফরমেন্সের কারণে পুরো বোলিং ইউনিটের বিশেষ অনুশীলন। পেসারদের পাশে নেটে আলাদা করে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজারাও অনুশীলন করেছেন আজ।

দিব্যেন্দু সরকার (আলো)

গত ১৯শে জুলাই সোমবার সকাল ১০:৩৫ মিনিটে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

আগামী ৩১শে জুলাই, শনিবার নিজ বাসভবন অমিয় লজ, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়িতে তার স্মরণ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আয়োজন করেছি। আপনাদের উপস্থিতি কাম্য।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

ফোন : 75508 96748/94740 84144

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৩১শে জুলাই ২০২১

## এটিকে মোহনবাগানে থেকে গেলেন রয় কৃষ্ণা

# বাগানরত্ন সম্মান শিবাজিকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই :** খুব ছিমছাম ছোট্ট অনুষ্ঠান করে পালিত হল ২৯ জুলাইয়ের মোহনবাগান দিবস। ১৯১১ সালের সেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিজয়ী দলের স্মৃতিতে তৈরি একটি জার্সিরও উদ্বোধন করা হল এদিন।

সকালে শুরুতেই ছিল লনে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন। এরপর এবারের মোহনবাগান রত্ন প্রাপক প্রয়াত শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মালা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছেলে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ১ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সেরা অ্যাথলিট বিদিশা কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও পুরস্কৃত করা হয়।

তবে ছিলেন না রয় কৃষ্ণা, অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দুইজনেই শহরের বাইরে। পরে তাঁদের হাতে সেরার পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে। এছাড়া ক্লাবসচিব সৃঞ্জয় বসু ও অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত ১৯১১ সালের বিজয়ী দলের একটি বিশেষ জার্সির উদ্বোধন করেন। এই জার্সি আগামী ২০ অগাস্ট ক্লাবের কিংবদন্তি ফুটবলার প্রয়াত গোষ্ঠ পালের জন্মদিনে অনলাইনে বিক্রি শুরু করা হবে। এই জার্সি উদ্বোধনের পরেই শেষ হয়ে যায় এদিনের অনুষ্ঠান। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা ছাড়া আর কেউই এদিন উপস্থিত ছিলেন না।

এদিকে, এদিনই সরকারিভাবে এটিকে মোহনবাগানের তরফে রয় কৃষ্ণার দলে থেকে যাওয়ার কথা জানানো হল। গত মরশুমে ২৩ ম্যাচে ২২ গোল করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেরা ফুটবলার হয়ে গোল্ডেন বল পান ফিজিয়ান তারকা। অর্থাৎ ৬ বিদেশি পাকা হয়ে গেল বাগানের। তবে রয় কৃষ্ণা, তিরি, কার্ল ম্যাকহিউ এবং ডেভিড উইলিয়ামস কবে আসবেন তা এখনও জানানো হয়নি।

কৃষ্ণা এদিন বলেছেন, 'ভারতবর্ষ এখন আমার দ্বিতীয় বাড়ির মতো। তবু এবার কোভিড পরিস্থিতির জন্য কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু ক্লাব আশ্বস্ত করায় চুক্তিতে সই করে দিই। সবুজ-মেরুন সমর্থকরাই থেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তাছাড়া এবারই প্রথম এএফসি কাপে খেলব। প্রথম লক্ষ্য থাকবে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া।' জানা গিয়েছে, তিরি ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষা করছেন। আর বাকিদের উড়ান সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে।

স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে শিবাজির স্ত্রীর হাতে। (নীচে) সেরা অ্যাথলিটের পুরস্কার নিচ্ছেন বিদিশা। – ডি মণ্ডল


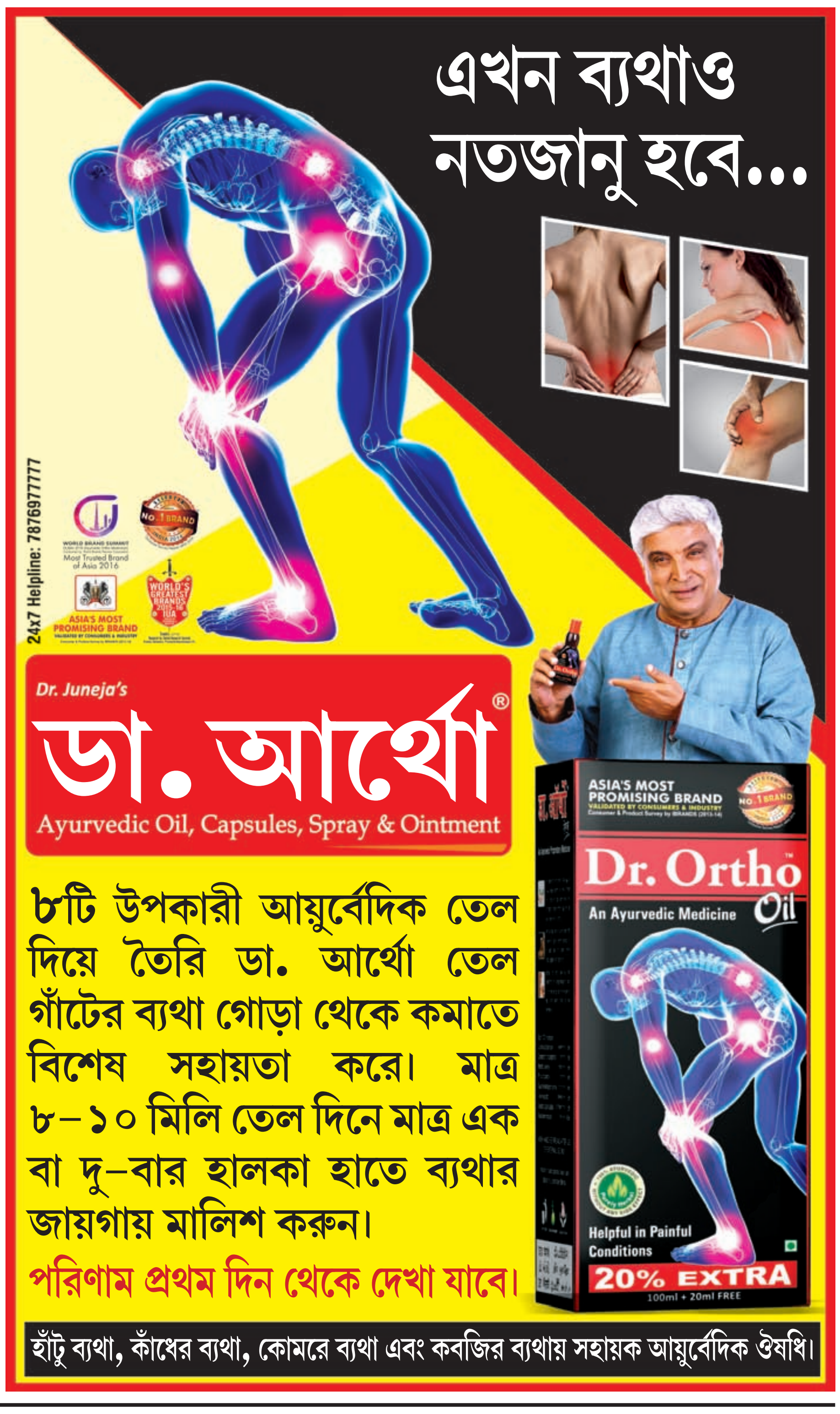



# উড়ল ১১০ সবুজ-মেরুন বেলুন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয়। মোহনবাগানের ঐতিহাসিক সাফল্যের ১১০ বছর পূর্তিতে শিলিগুড়ি মেরিনার্স ফ্যানস ক্লাব ওড়াল সবুজ-মেরুন রংয়ের সমসংখ্যক বেলুন। কাটা হল একই রংয়ের কেক। মোহনবাগান দিবসে বাঘা যতীন পার্কে বৃহস্পতিবার সকালে ঘণ্টাদুয়েকের অনুষ্ঠানে সমর্থকদের উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সামাজিক কর্তব্যপালনও। শিল্ডজয়ীদলের অমর একাদশের ছবি দিয়ে বাঘা যতীন পার্কে তৈরি করা হয় সেলফি জোন। শিলিগুড়ি মেরিনার্সের সচিব সৌরভ দাস জানিয়েছেন, অনাথ আশ্রমের প্রায় ২০ জনকে দেওয়া হয়েছে জামা-কাপড়, চিকিৎসা সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে। পথচলতি মানুষকে সবুজ-মেরুন মিষ্টি খাওয়ানো ছাড়াও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

সকাল সাড়ে ১১টায় মোহনবাগান পতাকা তোলেন ক্লাবের সদস্য তথা পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকার। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গে মোহনবাগানের প্রতিনিধি অরূপ মজুমদার এবং ক্লাবের সদস্য ডাঃ শঙ্খ সেন ও বেদব্রত দত্ত। ঐতিহাসিক দিনে শিলিগুড়ি মেরিনার্সের তরফে রঞ্জনবাবুর মাধ্যমে বাঘা যতীন পার্কে অথবা সংলগ্ন রাস্তায় অমর একাদশের মূর্তি বসানোর দাবি তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে মোহনবাগানকে নিয়ে আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনের।

## শিলিগুড়িতে মোহনবাগান দিবস

কেক কাটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে।

# মেয়াদ বাড়ল ক্রীড়া পরিষদের কমিটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** প্রত্যাশামতোই মেয়াদ বাড়ল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বর্তমান কমিটির। ২০২২ সালের পরিবর্তে বর্তমান কমিটির মেয়াদ ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত থাকবে বলে সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ছিল ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা। বৈঠক শেষে পরিষদের আইনজীবী সদস্য পার্থ চৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের সংবিধানের ১৬ বি ধারা অনুযায়ী এক বছর মেয়াদ বেড়েছে বর্তমান কমিটির। বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সেন্ট্রাল কমিটির ৭০ সদস্যের মধ্যে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই মেয়াদ বৃদ্ধির পক্ষে সায় দিয়েছেন।' সভা শেষে অসন্তোষপ্রকাশ করেছেন মহানন্দা ক্লাবের সচিব অরূপ মজুমদার। বলেছেন, 'করোনা পরিস্থিতির জন্য ক্রীড়া পরিষদ কাজ করার সুযোগ পায়নি। তাই বর্তমান কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে আমরা আপত্তি করিনি। জলপাইগুড়িতে খেলাধুলা শুরু করে দিচ্ছে ওদের জেলা ক্রীড়া সংস্থা। আমাদের এখানেও খেলা শুরু নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু কোনও ক্লাব সচিবকে বলার সুযোগ দেওয়া হল না।' কুন্তলবাবু যা নিয়ে বলেছেন, বিশেষ সাধারণ সভায় একমাত্র এজেন্ডা ছিল কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি। অন্য কোনও বিষয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ ছিল না। পরবর্তীতে নিশ্চয় খেলা শুরু নিয়ে আমরা আলোচনা করব।'

ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা তাঁকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, 'এরপর থেকে সভায় আসার আগে অরূপবাবু যেন বিজ্ঞপ্তি পড়ে আসেন। মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে আপত্তি থাকলে নিশ্চয় তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হত। কিন্তু এজেন্ডার বাইরের বিষয় নিয়ে যে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে না তা জানা উচিত তাঁর।'


**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in